24 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

সংবাদ

নারী শিক্ষায় যুগান্তকারী অগ্রগতি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক কর্মসূচির ফলে নারী শিক্ষায় যুগান্তকারী অগ্রগতি দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীত হবে।

তিনি গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় এ কথা বলেন। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন এবং মাউশি অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনও বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকার গত অর্থবছরে এক কোটি সাড়ে ১৭ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি উপবৃত্তি মিলে এক হাজার ৮৮০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এ ধরনের অর্থ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

অনুষ্ঠানস্থল থেকে মন্ত্রী সারাদেশের স্নাতক (পাস) পর্যায়ের কলেজ ও মাদ্রাসার দুই লাখ ৯ হাজার ৩১৬ জন ছাত্রছাত্রীর মোবাইল একাউন্টে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের গত অর্থবছরের উপবৃত্তির ১১৪ কোটি তিন লাখ ৫৬ হাজার টাকা প্রেরণ করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গোপালগঞ্জের সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ এবং সিলেটের সরকারি এমসি কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি উপবৃত্তির অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হন নুরুল ইসলাম নাহিদ।

এক হাজার কোটি টাকা 'সিডমানি' নিয়ে ২০১২ সালে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপবৃত্তি শুরুতে ছাত্রীদের দেয়া হয়, পরবর্তীতে ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।